এক যে ছিল দেশ
কে. এল কাপুর
ফিল্মস প্রযোজিত
তপন সিংহের ছবি
কাহিনী/শঙ্কর

চিত্রশিল্পী / বিমল মুখার্জী

সহকারী

ঝিন্টু দত্ত / দেবেন দে / কেষ্ট বোস

সম্পাদনা / সুবোধ রায়

সহকারী / নিমাই রায়

শিল্পনির্দেশনা / সুনীতি মিত্র

সহকারী / বুদ্ধদেব ঘোষ

রূপসজ্জা / শক্তি সেন

সহকারী / অমল চক্রবর্তী

কর্মসচিব / শান্তিশেখর চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা / বিশ্বনাথ দে

সহকারী

বনমালী পাণ্ডে / বাহাদুর

সাজসজ্জা / শ্যাম কুন্ডু

স্থিরচিত্র / শিবরাম দত্ত

পরিচয়লিপি / নিতাই বসু

শব্দযন্ত্রী

অতুল চ্যাটার্জী / বলরাম বারুই

সহকারী

রথীন ঘোষ / বীরেন নস্কর

সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা / সত্যেন চ্যাটার্জী

সহকারী / বলরাম বারুই

মঞ্চনির্মাণ / ভোলানাথ ভট্টাচার্য

আলোক সম্পাতে

হরিপদ হাইত / শম্ভু ব্যানার্জী / নিতাই শীল

গুণনিধি লেস্কা / জগু সিং / তুলসী ভট্টাচার্য

নব বেহড়া / দিবাকর

সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা / অলোক নাথ দে

ষ্টুডিও সাপ্লাই কোঅপারেটিভ সোসাইটি

প্রাঃ লিঃএ আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

অভিনয়ে

সুমিত্রা মুখার্জী / প্রেমানারায়ণ / সোনালী গুপ্ত / ছায়া দেবী / গীতা দে / স্নিগ্ধা মজুমদার / সুষমা ঘোষাল / শিউলী মুখার্জী তপতী রায় / রীতা চক্রবর্তী / লাভলি ব্যানার্জী

দীপঙ্কর দে / অনিল চ্যাটার্জী / কালী ব্যানার্জী ভানু ব্যানার্জী / অনুপকুমার / রবি ঘোষ হরিধন মুখার্জী / জহর রায় / সন্তোষ দত্ত কল্যাণ চ্যাটার্জী / কুমার রায় / অর্জুন ভট্টাচার্য / নীহার চক্রবর্তী / স্মরজিৎ সিন্‌হা ভবতোষ ব্যানার্জী / শিবনাথ ব্যানার্জী শান্তিময় চ্যাটার্জী / বিনয় লাহিড়ী / মনোজিৎ লাহিড়ী / মন্টি কোহেন / বাবুল সোম বলাই সেন / শচীন চক্রবর্তী / খগেশ চক্রবর্তী

অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

রসায়নাগারে

অনিল মোহান্ত / চণ্ডী শীল / চণ্ডী ব্যানার্জী পঞ্চানন সরকার / বাবুল বক্সী / তারক দে প্রদীপ মহান্ত / রঞ্জিত গাঙ্গুলী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সি. সি. সাহা লিঃ

সুদর্শন ইলেকট্রনিকস্ করপোরেশন

শ্রীতারক বোস

শ্রীকান্তিক দত্ত

রায়বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল

মোতিলাল হালওয়াসিয়া ট্রাস্ট

ডঃ এস. কে. মজুমদার (যাদবপুর ইউনিভারসিটি)

প্রেস ফটোগ্রাফারস্ এ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

যুগান্তর

শ্রীবিল্লু বর্মন

শ্রীরাজন সুরায়া

শ্রীরাজ জয়সওয়াল

ইউ. বি. আই ট্রেনিং কলেজ

শ্রীফাল্গুনী চ্যাটার্জী (যাদবপুর ইউনিভারসিটি)

শ্রীসত্যব্রত মুখার্জী (যাদবপুর ইউনিভারসিটি)

ইস্ট অ্যাংলিয়া প্লাস্টিকস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

মিঃ চিকি

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ

এম. এম. ডিস্ট্রিবিউটার্স

মিঃ গাংজী

কণ্ঠ সঙ্গীতে

বনশ্রী সেনগুপ্ত / হৈমন্তী শুক্লা / নির্মল বিশ্বাস অনুপ ঘোষাল

নৃত্য পরিকল্পনা / সাধন গুহ

সহকারী পরিচালনা

বলাই সেন / বিবেক বক্সী / নিমাই রায়

প্রচার পরিকল্পনা / রাজা কাপুর

প্রযোজনা

আর. এন. মালহোত্রা

রাজা কাপুর / বিনোদ কাপুর

বিশ্ব-পরিবেশনা

কে. এল. কাপুর ডিস্ট্রিবিউটারর্স

কোলকাতা ৭০০০১৩

এই কাহিনীর নায়কের নাম অবনী। কেমিষ্ট। তার গবেষণার বিষয়, টাকে চুল গজানোর ওষুধ। নিজের বাড়িতেই ল্যাবরেটরী। ভাগ্নী অনুরাধা, তার সহকারী। ওষুধ তৈরির গবেষণা যখন মাঝপথে, হঠাৎ একদিন ঘটে গেল একটা বিচিত্র কাণ্ড। ওষুধ তৈরি করতে ব্যবহার করা হত সরষের তেল। খানিকটা বাজারের ভেজাল তেল, আর খানিকটা হিসেবের ভুলে, জন্ম নিল অন্য এক আশ্চর্য ওষুধ। যে খায়, সে-ই হয়ে ওঠে সত্যবাদী এবং সৎ। ওষুধটা প্রথমে পেটে পড়েছিল বাড়ির চাকর নব-র, তারপর সে যা কাণ্ড-কারখানা করে বসল, দেখবার মত। সে নিজে এবার পরীক্ষা করল স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং মজুতদার ঘনশ্যামবাবুর ওপর। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ঘনশ্যাম হয়ে গেলেন সাধু যুধিষ্ঠির। নিজের গুদাম উজাড় করে সবকিছু দান করে দিলেন জনগণকে। অবনী তার দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা শুরু করল শিল্পপতি শেঠ ঠকারাম চোরামিয়া আর কোটিপতি রাজনৈতিক নেতা চাণক্য দস্তিদারের উপর। দুটো পরীক্ষাতেই সার্থক হল সে।

তার প্রতিপক্ষরা তখন চিন্তিত এবং বিপন্ন। শেঠজী ডাক দিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ত্রিলোচন ঘোষালকে। ঘোষাল জানালে, এসব কাণ্ড ঐ ছিটগ্রস্থ পাগলাটে স্বভাবের অবনীর। অবনীকে শায়েস্তা করার জন্যে জোটবদ্ধ হল তার প্রতিপক্ষেরা। অবনী তখন দিল্লীতে। দিল্লীতেও অবনীর পিছনে হানা দিয়ে ফিরতে লাগল প্রতিপক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডারা।

এই সময় হঠাৎ একদিন কেতকীকে দেখতে পেল অবনী নিজের হোটেলে। কেতকী তার এক সময়ের বান্ধবী। বিজ্ঞানের ছাত্রী কেতকী চলে গিয়েছিল আমেরিকায়, গবেষণার কাজ নিয়ে। কেতকীকে কাছে পেয়ে অবনী ভীষণ খুশি। অবনী তখনও জানে না, তাকে আমেরিকা থেকে আনিয়েছে শেঠজী, অবনীরই সর্বনাশের জন্যে। কিন্তু অবনীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে কেতকী বানচাল করে দিল শেঠজীর পরিকল্পনা।

কেতকী এবং অবনী ফিরে এল কলকাতায়। প্রতিপক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডারা এসে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেল অবনীর ল্যাবরেটরী।

হতাশায় ভেঙে-পড়া অবনী তখন ঠিক করল ওষুধটা তুলে দেবে প্রতিপক্ষের হাতেই।

অবনী ফিরে এল নিজের ল্যাবরেটরীতে। আবার আগের মত মন দিল টাকে চুল গজানোর ওষুধ আবিষ্কারে। সবকিছুই আগের মত। কেবল তার পাশে এখন অনুরাধার বদলে কেতকী, তার প্রিয়বান্ধবী।

এক

এক যে ছিল দেশ
যে দেশে সব পেয়ে হায়
সব হারালো
নেইকো দুঃখের শেষ
এক যে ছিল দেশ—

দুই

অতি নরাধম অধমের অধম পাজি আমি নচ্ছাড়
দেশটারে চাই লুটেপুটে যেতে করি সব ছারখার
পাপের বোঝার তাপেতে অন্ধ টাকা বলে বলিয়ান
হাজার মুখের অন্ন কাড়িয়া চ্যারিটিতে করি দান
আমি মস্তান—আমি মস্তান—আমি মস্তান।
খুন করেছি অনেক জীবনে খেলতে রাজনীতির খেলা
হয়ে রাহু খোল দুই বাহু টিপেছি আমি অনেক গলা
ষোল আনার সবটাই চাই ছাড়তে নারাজ কিছু
জুতার তলায় থাকবে জনতা করি মুখ মাথা নিচু
আমি বিচ্ছু আমি বিচ্ছু আমি বিচ্ছু
ব্ল্যাক টাকা তাই বল কত চাই!
হোয়াট! তার নেই কারবার
দেশের এ্যানটিক চিনে ফেলি ঠিক
করি বারবার বিদেশ পাচার
সভা সমিতিতে দু হাত জুড়িতে আমার মত নেই কোন জন
অর্থের সাথে যশটি জড়াতে যশ-মান
অর্থের সাথে যশটি জড়াতে তাইতো লড়ছি ইলেকসন
আমি শয়তান—আমি শয়তান—আমি শয়তান—

তিন

প্রেম করেছি আমি প্রেম করেছি কত
প্রেম করেছি আমি এন্তার ঠিক ঠিকানা নেই তার
দুই পাশে দুই ছেলে আমার সদা ঘোরে ফেরে
ছেলের দল বদলি করি প্রতি শনিবারে
তবু তবু তবু আমার আশ মেটে না
বাপি ঢালে কালো টাকা কোসচেন আসে ঘরে
ফাণ্ট সেকেণ্ড হই আমি সেই টাকার জোরে
তবু তবু তবু আমার শরম হয় না
মা আমার পার্টি করে বয় ফ্রেন্ট আসে ঘরে
লজ্জা শরম নেইকো কারো সমাজটি এই বুঝতে পারো
তবু তবু তবু আমার মরণ হয় না

চার

আজ বসন্তে মস্ত মৌসুমে গাহে সে পা ধা নি সা
ধা নি পা দা পা
নি নি ধা পা
গাহে পাপিয়া পিউ পিউ পিয়া
কহু কহু বোলে কালো কোয়েলিয়া
বুল বুল দিওয়ানা মানা মানে না গাহে সে পা ধা নি সা
ধা নি পা দা পা
নি নি ধা পা
আগুন লেগেছে ঐ কৃষ্ণ চূড়ার গায়ে ফাগুন
এনেছে গান মৃদু দখিনাবায়ে
গুন গুন গুন গুঞ্জরে ছাড়ি পিঞ্জরে গাহে সে পা ধা নি সা
ধা নি পা দা পা
নি নি ধা পা

পাঁচ

ভজুমন রাম চরণ দিন রাতি রসনা কসনা ভজো তু হরিপদ
সুমিরত কেণ্ড অলসাতি জাকে কহত দহত দুঃখ দারুন
শুন ত্রয় তাপ বুঝাতি

ছয়

কৌন বুঝাওয়ে রামা হো রামা
কৌন বুঝাওয়ে রামা

এসডি প্রিন্টার্স / কলিকাতা ৭০০০০৬